INDIAN JOURNAL OF PHILOSOPHICAL RESEARCH (IJPR)
[ISSN-3167-8060]
*A Peer Reviewed, Biannual, Bilingual (English & Bengali) Online Journal*
*Volume-2, Issue-1, Jan-June' 2026*

# কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে আইন ও ন্যায়বিচার: একটি দার্শনিক বিশ্লেষণ

* Asmin Saikh

https://doi.org/10.5281/zenodo.21077565

**সারসংক্ষেপ**

এই গবেষণাপত্রে কৌটিল্যের *অর্থশাস্ত্রে* আইন ও ন্যায়বিচারের দার্শনিক ভিত্তি, উৎস ও কার্যকারিতা বিশ্লেষণ করা হয়েছে এবং এটা প্রতিপাদন করা হয়েছে যে কৌটিল্যের রাষ্ট্রচিন্তা নৈতিকতা ও রাজনৈতিক বাস্তবতার এক সুসংহত সমন্বয়। এই আলোচনায় দেখানো হয়েছে যে বিচারব্যবস্থার চার ভিত্তি—"ধর্ম, ব্যবহার, চারিত্র এবং রাজশাসন"— আইনের ন্যায়সঙ্গতা নিরূপণের একটি বহুমাত্রিক কাঠামো নির্মাণ করে, যেখানে শাস্ত্রীয় বিধান, সামাজিক প্রথা, নৈতিক আচরণ ও সার্বভৌম কর্তৃত্ব পরস্পরসম্পৃক্ত। আর. পি. কাংলের মতে, *অর্থশাস্ত্র* আইনকে একটি প্রাতিষ্ঠানিক ও কার্যকর প্রশাসনিক রূপ প্রদান করে, যা প্রাচীন ভারতীয় রাষ্ট্রব্যবস্থায় ন্যায়বিচারকে সুসংগঠিত কাঠামোর মধ্যে স্থাপন করে। একইভাবে এল. এন. রঙ্গরাজন মন্তব্য করেন যে কৌটিল্যের দণ্ডনীতি স্বেচ্ছাচারী নয়; বরং তা নিয়ন্ত্রিত ও নীতিনির্ভর রাজনৈতিক প্রক্রিয়া। এই বিশ্লেষণে প্রতীয়মান হয়েছে যে আইন এখানে কেবল রাজার আদেশ নয়; বরং তা নৈতিক বৈধতা ও সামাজিক গ্রহণযোগ্যতার সমন্বয়ে প্রতিষ্ঠিত। উপেন্দ্র সিংহের পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী, *অর্থশাস্ত্র* শাসনব্যবস্থাকে একটি পদ্ধতিগত ও প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিয়েছে, যা আইনের কার্যকারিতা ও প্রয়োগযোগ্যতাকে সুদৃঢ় করে। অতএব, এই গবেষণাপত্রে প্রযুক্ত যুক্তি অনুসারে কৌটিল্যের আইন ও ন্যায়বিচারতত্ত্ব প্রাচীন ভারতীয় রাজনৈতিক দর্শনে এক গভীর দার্শনিক অবদান, যেখানে নৈতিকতা, শাসনক্ষমতা ও সামাজিক বাস্তবতা একীভূত হয়ে রাষ্ট্রের বৈধতা ও স্থিতি নিশ্চিত করে।

**মূল শব্দ (Keywords):** কৌটিল্য, অর্থশাস্ত্র, আইন, ন্যায়বিচার, ধর্ম, দণ্ডনীতি, রাষ্ট্রদর্শন, রাজনৈতিক দর্শন, প্রাচীন ভারতীয় আইনচিন্তা

**State Aided College Teacher, Department of Philosophy, Hazi A. K. Khan College*

**ভূমিকা:**

কৌটিল্যের *অর্থশাস্ত্র* কেবল একটি প্রশাসনিক গ্রন্থ নয়; এটি প্রাচীন ভারতীয় রাজনৈতিক-দার্শনিক চেতনার এমন এক সংহত দলিল, যেখানে আইন, ন্যায়বিচার, রাষ্ট্রশক্তি এবং নৈতিকতার সম্পর্ক গভীরভাবে বিশ্লেষিত হয়েছে। "কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে আইন ও ন্যায়বিচার: একটি দার্শনিক বিশ্লেষণ" শীর্ষক এই গবেষণায় আমি দেখাতে চাই যে, অর্থশাস্ত্রের বিচার-সংক্রান্ত আলোচনা কেবল শাসনব্যবস্থার প্রযুক্তিগত নির্দেশনা নয়, বরং রাষ্ট্রের নৈতিক ভিত্তি নির্মাণের একটি সচেতন প্রচেষ্টা। কৌটিল্য রাষ্ট্রের প্রধান কর্তব্য হিসেবে প্রজাসুরক্ষাকে চিহ্নিত করেছেন। তিনি স্পষ্টভাবে বলেন, "প্রজাসুখে সুখং রাজ্ঞঃ প্রজানাং চ হিতে হিতম্" (Kautilya, trans. 1915/1992, p. 39)। অর্থাৎ, প্রজাদের সুখেই রাজার সুখ, প্রজাদের হিতেই রাজার হিত নিহিত। আমার মতে, এই উক্তি কৌটিল্যের ন্যায়বিচার ধারণার মৌলিক ভিত্তি নির্দেশ করে—আইন ও শাসনের লক্ষ্য কেবল শাস্তি প্রদান নয়, বরং সামাজিক স্থিতি ও জনকল্যাণ নিশ্চিত করা। আইন এখানে ক্ষমতার উপকরণ হলেও তা ন্যায়ের আদর্শ থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। অর্থশাস্ত্রে বিচারব্যবস্থার কাঠামোও সুস্পষ্টভাবে নির্ধারিত হয়েছে। কৌটিল্য বিচারকার্যে শাস্ত্র, প্রচলিত প্রথা এবং যুক্তিকে গুরুত্ব দেন। তিনি বলেন, "ধর্মশাস্ত্র, ব্যবহার, চারিত্র এবং রাজশাসন—এই চার ভিত্তির উপর বিচার প্রতিষ্ঠিত" (Kautilya, trans. 1915/1992, p. 256)। এই বহুমাত্রিক ভিত্তি কৌটিল্যের আইন-দর্শনের এক অনন্য বৈশিষ্ট্য, কারণ এটি আইনকে একক উৎসের উপর নির্ভরশীল না রেখে সামাজিক বাস্তবতার সঙ্গে সংযুক্ত করে। ফলে ন্যায়বিচার কেবল বিধিবদ্ধ নিয়মের প্রয়োগ নয়, বরং পরিস্থিতিগত বিবেচনার ফল।

তবে কৌটিল্যের আইন-দর্শনকে নিছক নৈতিকতাবাদী হিসেবে ব্যাখ্যা করা যায় না। তাঁর রাজনৈতিক বাস্তববাদ বহু গবেষকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। আর. পি. কাংলের মতে, কৌটিল্য "রাষ্ট্রকে একটি সুসংগঠিত প্রশাসনিক যন্ত্র হিসেবে কল্পনা করেছেন, যার উদ্দেশ্য ক্ষমতার সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণ" (Kangle, 1960, p. 12)। আমার মতে, এই বাস্তববাদ আইন ও ন্যায়বিচারের ধারণাকে প্রভাবিত করলেও তা নৈতিক আদর্শকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে না। বরং কৌটিল্যের কাছে ন্যায়বিচার হলো রাষ্ট্রশক্তির বৈধতার শর্ত—অন্যায় শাসন রাষ্ট্রের স্থায়িত্ব নষ্ট করে। এই প্রেক্ষাপটে, এল. এন. রঙ্গরাজনের মন্তব্য বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি উল্লেখ করেন যে, অর্থশাস্ত্রে শাস্তির নীতি (দণ্ডনীতি) রাষ্ট্রের মূল ভিত্তি, কারণ "দণ্ডই সমাজে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করে এবং বিশৃঙ্খলা রোধ করে" (Rangarajan, 1992, p. 87)। আমার দৃষ্টিতে, দণ্ডনীতি কৌটিল্যের আইন-দর্শনে ন্যায়বিচারের একটি প্রয়োগমূলক দিক, যেখানে শাস্তি প্রতিহিংসামূলক নয়, বরং শৃঙ্খলা ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার উপায়। পাশ্চাত্য রাজনৈতিক দর্শনের সঙ্গে তুলনা করলে কৌটিল্যের অবস্থান আরও স্পষ্ট হয়। এরিস্টটল তাঁর *Politics*-এ বলেন, "law should govern" (Aristotle, trans. 1998, p. 1287a)। কৌটিল্যের দৃষ্টিভঙ্গিও অনুরূপ—রাজা আইনসর্বস্ব; তিনি ইচ্ছামতো শাসন করতে পারেন না। আইন ও ন্যায়বিচারের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করে কৌটিল্য রাষ্ট্রকে ব্যক্তিনির্ভরতা থেকে প্রাতিষ্ঠানিকতার দিকে নিয়ে যান। অতএব, এই গবেষণার সূচনালগ্নে আমি প্রতিপাদন করতে চাই যে, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে আইন ও ন্যায়বিচার পরস্পরবিচ্ছিন্ন নয়; বরং তারা রাষ্ট্রের নৈতিক ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর পরিপূরক

উপাদান। আইন এখানে ক্ষমতার নিয়ন্ত্রক, ন্যায়বিচার তার নৈতিক ভিত্তি, এবং দণ্ডনীতি তার কার্যকরী রূপ। আমার বিশ্লেষণ এই বহুমাত্রিক সম্পর্ককে দার্শনিক পরিসরে পুনর্বিবেচনা করার একটি প্রয়াস, যা প্রাচীন ভারতীয় রাজনৈতিক চিন্তার আধুনিক পুনর্মূল্যায়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে।

**কৌটিল্য—রাষ্ট্র, আইন ও ন্যায়বিচারের বৌদ্ধিক প্রেক্ষাপট:**

কৌটিল্যের *অর্থশাস্ত্র* প্রাচীন ভারতীয় রাষ্ট্রচিন্তার এমন এক শিখর, যেখানে ধর্ম, অর্থ, রাজনীতি ও ন্যায়বোধ একটি সুসংহত দার্শনিক কাঠামোয় রূপ পেয়েছে। কৌটিল্যকে কেবল একজন রাজনীতিবিদ বা প্রশাসনিক তাত্ত্বিক হিসেবে দেখা যথেষ্ট নয়; বরং তাঁকে বুঝতে হলে তাঁর বৌদ্ধিক প্রেক্ষাপট—বৈদিক ধর্মধারণা, ধর্মশাস্ত্র, শাস্ত্রীয় নীতি এবং বাস্তববাদী রাষ্ট্রচিন্তার আন্তঃসম্পর্ক—অনুধাবন করতে হবে। "কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে আইন ও ন্যায়বিচার: একটি দার্শনিক বিশ্লেষণ" শীর্ষক এই গবেষণায় আমি দেখাতে চাই যে, কৌটিল্যের রাষ্ট্রদর্শন নৈতিক আদর্শ ও রাজনৈতিক বাস্তববাদের এক জটিল সমন্বয়। কৌটিল্যের রাষ্ট্রতত্ত্বের কেন্দ্রে রয়েছে সপ্তাঙ্গ তত্ত্ব—স্বামী (রাজা), আমাত্য, জনপদ, দুর্গ, কোষ, দণ্ড ও মিত্র। তিনি বলেন যে, রাষ্ট্র এই অঙ্গসমূহের সমন্বিত রূপ (Kautilya, trans. 1992, p. 59)। এই ধারণা রাষ্ট্রকে কেবল শাসকের ব্যক্তিগত ক্ষমতার ক্ষেত্র হিসেবে নয়, বরং একটি প্রাতিষ্ঠানিক ও কাঠামোগত সত্তা হিসেবে উপস্থাপন করে। আইন ও ন্যায়বিচার এই কাঠামোর অপরিহার্য অঙ্গ, কারণ দণ্ডনীতি রাষ্ট্রের শৃঙ্খলা রক্ষার মাধ্যম। কৌটিল্যের বৌদ্ধিক প্রেক্ষাপটে ধর্ম একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলেও, তিনি ধর্মশাস্ত্রের অনুগামী মাত্র নন। বিচারপ্রক্রিয়ায় তিনি "ধর্ম, ব্যবহার, চারিত্র এবং রাজশাসন"—এই চার ভিত্তির কথা উল্লেখ করেন (Kautilya, trans. 1992, p. 256)। এটি আইন-দর্শনের একটি বহুত্ববাদী কাঠামো, যেখানে শাস্ত্রবিধান, সামাজিক প্রথা, নৈতিক আচরণ এবং রাজার আদেশ—সবকিছু বিচারপ্রক্রিয়ায় বিবেচিত হয়। ফলে কৌটিল্যের ন্যায়বোধ কেবল ধর্মীয় বিধানের উপর নির্ভরশীল নয়; বরং এটি একটি প্রাতিষ্ঠানিক ও বাস্তববাদী রূপ লাভ করে।

এই বাস্তববাদকে অনেকে "ভারতীয় মেকিয়াভেলীয়ান" চরিত্র হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। আর. পি. কাংলের মতে, কৌটিল্য "রাষ্ট্রকে ক্ষমতার সংগঠিত কাঠামো হিসেবে দেখেছেন, যেখানে প্রশাসনিক দক্ষতা ও কৌশলগত প্রজ্ঞা মুখ্য" (Kangle, 1960, p. 15)। এই বিশ্লেষণ কৌটিল্যের রাজনৈতিক বাস্তবতাকে যথার্থভাবে চিহ্নিত করলেও, তাঁর ন্যায়বোধের নৈতিক দিকটিকে আড়াল করে। কৌটিল্য স্পষ্টভাবে বলেন, "প্রজাসুখে সুখং রাজ্ঞঃ" (Kautilya, trans. 1992, p. 39), যা নির্দেশ করে যে রাষ্ট্রের চূড়ান্ত উদ্দেশ্য প্রজাহিত। এখানে এল. এন. রঙ্গরাজনের ব্যাখ্যা বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি উল্লেখ করেন যে, অর্থশাস্ত্রে দণ্ডনীতি নৈতিকতার বিরোধী নয়; বরং "শাস্তির সঠিক প্রয়োগই সমাজে ন্যায় প্রতিষ্ঠার শর্ত" (Rangarajan, 1992, p. 87)। দণ্ডনীতি কৌটিল্যের রাষ্ট্রচিন্তার কেন্দ্রীয় উপাদান, কারণ এটি আইন ও ন্যায়বিচারের কার্যকরী রূপ। তবে এই দণ্ড শাসকের ইচ্ছাধীন নয়; বরং তা নীতিনির্ভর ও নিয়ন্ত্রিত।

কৌটিল্যের বৌদ্ধিক প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে তিনি ধর্মশাস্ত্র ও অর্থনীতির মধ্যবর্তী এক স্বতন্ত্র রাজনৈতিক শাস্ত্র নির্মাণ করেছেন। উপেন্দ্র সিংহ মন্তব্য করেন যে, অর্থশাস্ত্র "রাজনৈতিক ক্ষমতার

INDIAN JOURNAL OF PHILOSOPHICAL RESEARCH (IJPR)
[ISSN-3167-8060]
*A Peer Reviewed, Biannual, Bilingual (English & Bengali) Online Journal*
*Volume-2, Issue-1, Jan-June' 2026*

ব্যবহারকে একটি প্রাতিষ্ঠানিক ও পদ্ধতিগত রূপ দিয়েছে" (Singh, 2008, p. 324)। এই প্রাতিষ্ঠানিকতা আইনকে ব্যক্তিকেন্দ্রিক শাসন থেকে মুক্ত করে একটি নিয়মতান্ত্রিক কাঠামোয় স্থাপন করে। অতএব, কৌটিল্যের রাষ্ট্র, আইন ও ন্যায়বিচারের বৌদ্ধিক প্রেক্ষাপট একটি বহুমাত্রিক ঐতিহ্যের ফল—যেখানে ধর্মীয় নৈতিকতা, সামাজিক প্রথা, প্রশাসনিক দক্ষতা এবং রাজনৈতিক বাস্তববাদ পরস্পর সংযুক্ত। কৌটিল্যকে আমি এমন এক দার্শনিক হিসেবে বিবেচনা করি, যিনি রাষ্ট্রকে নৈতিক উদ্দেশ্যসম্পন্ন কিন্তু বাস্তববাদী প্রতিষ্ঠান হিসেবে নির্মাণ করেছেন। আইন তাঁর কাছে কেবল নিয়ন্ত্রণের উপায় নয়; এটি রাষ্ট্রের বৈধতার ভিত্তি, আর ন্যায়বিচার তার নৈতিক বৈশিষ্ট্য। এই বৌদ্ধিক প্রেক্ষাপট অনুধাবন না করলে অর্থশাস্ত্রে আইন ও ন্যায়বিচারের দার্শনিক তাৎপর্য পূর্ণাঙ্গভাবে উপলব্ধি করা সম্ভব নয়।

**অর্থশাস্ত্রে 'আইন'—সংজ্ঞা, উৎস ও কার্যকারিতা:**

কৌটিল্যের *অর্থশাস্ত্রে* 'আইন' (Law) কোনো একমাত্রিক ধর্মীয় বিধান নয়; বরং এটি রাষ্ট্রসংগঠন, সামাজিক নিয়ন্ত্রণ এবং ন্যায়প্রতিষ্ঠার একটি সুসংহত প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো। কৌটিল্য আইনকে সরাসরি একটি সংজ্ঞায় আবদ্ধ না করলেও বিচার ও শাসনপ্রণালির আলোচনায় তিনি যে চারটি ভিত্তির কথা উল্লেখ করেছেন—"ধর্ম, ব্যবহার, চারিত্র এবং রাজশাসন" (Kautilya, trans. 1992, p. 256)—তা থেকেই আইনের প্রকৃতি স্পষ্ট হয়। এই চতুর্ভুজ ভিত্তিই অর্থশাস্ত্রে আইনের কার্যকর সংজ্ঞা, যেখানে শাস্ত্রবিধান, সামাজিক প্রথা, নৈতিক মানদণ্ড এবং সার্বভৌম রাজার আদেশ—সমস্তই আইনের বৈধ উৎস হিসেবে স্বীকৃত। প্রথমত, 'ধর্ম' অর্থশাস্ত্রে আইনের নৈতিক ও শাস্ত্রীয় উৎস। তবে কৌটিল্য ধর্মকে একমাত্র কর্তৃত্ব হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেননি। বরং তিনি ব্যবহার (প্রচলিত প্রথা) ও চারিত্র (সাধুজনের আচরণ) কে সমান গুরুত্ব দিয়েছেন। এল. এন. রঙ্গরাজন উল্লেখ করেন যে, কৌটিল্যের আইনতত্ত্ব "is strikingly secular in tone, despite its acknowledgement of dharma" (Rangarajan, 1992, p. 62)। এই পর্যবেক্ষণ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ এটি প্রমাণ করে যে কৌটিল্য ধর্মীয় নৈতিকতাকে স্বীকার করলেও আইনকে সম্পূর্ণরূপে ধর্মশাস্ত্রনির্ভর করেননি। ফলে অর্থশাস্ত্রের আইন একটি বাস্তববাদী ও সমাজমুখী চরিত্র লাভ করে।

দ্বিতীয়ত, 'ব্যবহার' অর্থাৎ প্রচলিত রীতি বা customary law—কৌটিল্যের আইনের অন্যতম উৎস। তিনি বিচারপ্রক্রিয়ায় স্থানীয় রীতি ও চুক্তির গুরুত্ব স্বীকার করেছেন। আর. পি. কাংলের মতে, "Kautilya recognises custom as an independent source of law, not merely as a derivative of sacred texts" (Kangle, 1960, p. 214)। এটি আইন-দর্শনের ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি, কারণ এখানে সমাজের জীবন্ত অভিজ্ঞতা আইনের উৎসে পরিণত হয়েছে। আইন তাই কেবল উপরের থেকে আরোপিত নয়; বরং সামাজিক বাস্তবতার মধ্যেই তার ভিত্তি। তৃতীয়ত, 'রাজশাসন' বা রাজার আদেশ অর্থশাস্ত্রে আইনের গতিশীল উৎস। কৌটিল্য সুস্পষ্টভাবে বলেন যে রাষ্ট্রের স্থিতি ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য রাজার আদেশ কার্যকর হতে হবে (Kautilya, trans. 1992, p. 260)। এটি সার্বভৌমত্বের এক প্রাথমিক ধারণা, যেখানে রাজা আইনপ্রণেতা ও প্রয়োগকারী উভয়ই। তবে এই ক্ষমতা সীমাহীন নয়; বরং তা ধর্ম ও প্রজাহিতের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

"In the happiness of his subjects lies his happiness" (Kautilya, trans. 1992, p. 39)—এই উক্তি থেকে বোঝা যায় যে আইনের উদ্দেশ্য শাসকের স্বার্থ নয়, প্রজাসুখ।

অর্থশাস্ত্রে আইনের কার্যকারিতা প্রধানত তিনটি স্তরে প্রতিফলিত হয়—শৃঙ্খলা রক্ষা, অর্থনৈতিক সুরক্ষা এবং ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা। দণ্ডনীতি এখানে একটি মৌলিক উপাদান। কৌটিল্য সতর্ক করে বলেন যে, যথাযথ দণ্ডপ্রয়োগ না হলে সমাজে অরাজকতা দেখা দেবে (Kautilya, trans. 1992, p. 40)। দণ্ড এখানে প্রতিশোধ নয়; বরং সামাজিক ভারসাম্য রক্ষার মাধ্যম। উপেন্দ্র সিংহ মন্তব্য করেন যে, অর্থশাস্ত্রের শাসনতন্ত্র "combined coercion with welfare in a calibrated manner" (Singh, 2008, p. 326)। এই সমন্বয়ই আইনের কার্যকারিতাকে নিশ্চিত করে। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আইন বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। করব্যবস্থা, বাণিজ্যনিয়ন্ত্রণ, সম্পত্তি সুরক্ষা এবং চুক্তির বিধান—সবই আইনের অধীন। কাংলের বিশ্লেষণে দেখা যায় যে অর্থশাস্ত্রের দেওয়ানি আইনসমূহ সুসংহত ও প্রক্রিয়াবদ্ধ (Kangle, 1960, p. 232)। এটি প্রমাণ করে যে কৌটিল্যের আইনচিন্তা আধুনিক রাষ্ট্রের প্রাথমিক প্রশাসনিক কাঠামোর সঙ্গে তুলনীয়। আইন এখানে অর্থনৈতিক স্থিতি ও রাষ্ট্রশক্তির ভিত্তি। সবশেষে, অর্থশাস্ত্রে 'আইন' একটি নৈতিক-বাস্তববাদী সমন্বয়। এটি ধর্মীয় মূল্যবোধকে স্বীকার করে, কিন্তু সামাজিক প্রথা ও রাজার প্রজ্ঞাকে সমানভাবে গুরুত্ব দেয়। আমার দৃষ্টিতে, কৌটিল্যের আইনতত্ত্ব প্রাচীন ভারতীয় চিন্তায় এক প্রাতিষ্ঠানিক ও দার্শনিক রূপান্তরের সূচনা করেছে, যেখানে আইন কেবল নীতিশাস্ত্রের সম্প্রসারণ নয়; বরং রাষ্ট্রের সংগঠিত শক্তির ভিত্তি। অর্থশাস্ত্রে আইনের সংজ্ঞা, উৎস ও কার্যকারিতা বিশ্লেষণ করলে স্পষ্ট হয় যে কৌটিল্য আইনকে রাষ্ট্রের বৈধতা, সামাজিক শৃঙ্খলা ও ন্যায়বিচারের অবিচ্ছেদ্য উপাদান হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছেন। এই উপলব্ধি ছাড়া কৌটিল্যের ন্যায়দর্শন পূর্ণাঙ্গভাবে অনুধাবন করা সম্ভব নয়।

**ন্যায়বিচার: নৈতিক ও রাজনৈতিক ভিত্তি**

কৌটিল্যের *অর্থশাস্ত্রে* ন্যায়বিচার কেবল বিচারপ্রক্রিয়ার একটি প্রশাসনিক উপাদান নয়; বরং এটি রাষ্ট্রের নৈতিক বৈধতা ও রাজনৈতিক স্থিতির ভিত্তি। ন্যায়বিচারের ধারণা অর্থশাস্ত্রে দ্বিমাত্রিক—একদিকে এটি ধর্ম ও নৈতিকতার সঙ্গে সম্পর্কিত, অন্যদিকে এটি রাষ্ট্রশক্তি ও দণ্ডনীতির সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত। এই দ্বৈত চরিত্রই কৌটিল্যের ন্যায়দর্শনকে অনন্য করে তোলে। প্রথমত, ন্যায়বিচারের নৈতিক ভিত্তি 'ধর্ম'-এ নিহিত। কৌটিল্য বিচারকার্যে চারটি ভিত্তির কথা উল্লেখ করেন—"ধর্ম, ব্যবহার, চারিত্র এবং রাজশাসন" (Kautilya, trans. 1992, p. 256)। এই বিন্যাস ন্যায়বিচারকে একাধারে শাস্ত্রসম্মত, সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিক করে তোলে। ধর্ম এখানে নৈতিক আদর্শের মানদণ্ড, যা বিচারকে কেবল আইনি আনুষ্ঠানিকতা থেকে উচ্চতর নৈতিক স্তরে উন্নীত করে। তবে কৌটিল্য ধর্মকে একচ্ছত্র কর্তৃত্ব দেননি; বরং সামাজিক ব্যবহার ও প্রচলিত রীতিকেও স্বীকৃতি দিয়েছেন। আর. পি. কাংলের ভাষায়, "The judicial system in the Arthasastra rests on a composite foundation of sacred law, custom and royal edict" (Kangle, 1960, p. 214)। এই সমন্বিত ভিত্তিই ন্যায়বিচারকে সমাজসংলগ্ন ও বাস্তবমুখী করে। দ্বিতীয়ত, ন্যায়বিচারের রাজনৈতিক ভিত্তি দণ্ডনীতিতে প্রতিষ্ঠিত। কৌটিল্য সুস্পষ্টভাবে বলেন, যথাযথ দণ্ডপ্রয়োগ না হলে

সমাজে অরাজকতা বিস্তার লাভ করে; "When punishment is properly administered, it makes the people devoted to righteousness and productive activity" (Kautilya, trans. 1992, p. 40)। এখানে দণ্ড কেবল শাস্তি নয়; এটি নৈতিক শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার রাজনৈতিক উপায়। ন্যায়বিচার তাই শাসকের সদিচ্ছার ফল নয়, বরং সুসংগঠিত দণ্ডনীতির দ্বারা রক্ষিত এক সামাজিক অবস্থা।

তবে কৌটিল্যের ন্যায়দর্শন নিছক ক্ষমতাকেন্দ্রিক নয়। তিনি ঘোষণা করেন, "In the happiness of his subjects lies his happiness" (Kautilya, trans. 1992, p. 39) । এই উক্তি ন্যায়বিচারের রাজনৈতিক উদ্দেশ্যকে স্পষ্ট করে—রাষ্ট্রের স্থায়িত্ব ও বৈধতা প্রজাসুখের উপর নির্ভরশীল। এল. এন. রঙ্গরাজন উল্লেখ করেন যে, কৌটিল্যের দণ্ডনীতি "is not an arbitrary instrument of tyranny but a regulated mechanism of governance" (Rangarajan, 1992, p. 87)। এই মন্তব্য ন্যায়বিচারের রাজনৈতিক কাঠামোকে যথার্থভাবে চিহ্নিত করে, যেখানে ক্ষমতা নৈতিক নিয়ন্ত্রণের অধীন। ন্যায়বিচারের প্রাতিষ্ঠানিক রূপও অর্থশাস্ত্রে সুস্পষ্ট। বিচারক, সাক্ষ্য, প্রমাণ, শপথ ও দণ্ডের বিধান—সবই সুসংহতভাবে নির্ধারিত। কাংলের বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, কৌটিল্য বিচারপ্রক্রিয়ায় যুক্তি ও প্রমাণের গুরুত্ব আরোপ করেছেন (Kangle, 1960, p. 232)। আমার দৃষ্টিতে, এটি ন্যায়বিচারকে ব্যক্তিনির্ভরতা থেকে মুক্ত করে একটি প্রক্রিয়াভিত্তিক কাঠামোয় স্থাপন করে। ফলে ন্যায়বিচার কেবল নৈতিক আদর্শ নয়; এটি একটি প্রশাসনিক ও প্রাতিষ্ঠানিক বাস্তবতা। উপেন্দ্র সিংহ মন্তব্য করেন যে, অর্থশাস্ত্রের শাসনব্যবস্থা "sought to balance coercive authority with ethical responsibility" (Singh, 2008, p. 326)। এই ভারসাম্যই কৌটিল্যের ন্যায়দর্শনের মূল চাবিকাঠি। নৈতিক ভিত্তি ছাড়া দণ্ডনীতি অত্যাচারে পরিণত হতে পারে, আবার রাজনৈতিক ক্ষমতা ছাড়া ন্যায়বিচার অকার্যকর হয়ে পড়ে। কৌটিল্য এই দুইয়ের সমন্বয়ে এমন এক রাষ্ট্রকাঠামো নির্মাণ করেন, যেখানে ন্যায়বিচার রাষ্ট্রের নৈতিক আত্মা এবং দণ্ডনীতি তার কার্যকর হাতিয়ার।

কৌটিল্যের ন্যায়বিচার আধুনিক আইনের ধারণার পূর্বসূরি হিসেবে বিবেচিত হতে পারে, কারণ এখানে নৈতিকতা, প্রাতিষ্ঠানিকতা এবং সার্বভৌম ক্ষমতা পরস্পরসংলগ্ন। ন্যায়বিচার রাষ্ট্রের নৈতিক ভিত্তি প্রদান করে, আর রাজনৈতিক ক্ষমতা তাকে কার্যকর করে তোলে। অর্থশাস্ত্রে ন্যায়বিচার তাই কোনো বিমূর্ত নীতি নয়; এটি রাষ্ট্রের স্থায়িত্ব, সামাজিক শৃঙ্খলা ও প্রজাহিতের অবিচ্ছেদ্য শর্ত। এই নৈতিক ও রাজনৈতিক দ্বৈত ভিত্তি অনুধাবন না করলে কৌটিল্যের আইন ও রাষ্ট্রদর্শনের গভীর তাৎপর্য উপলব্ধি করা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

**আইনের ন্যায়সঙ্গতা নিরূপণে ন্যায়বিচারের দার্শনিক বেসিস:**

কৌটিল্যের *অর্থশাস্ত্রে* আইনের ন্যায়সঙ্গতা (legitimacy) কেবল রাজার ক্ষমতা থেকে উদ্ভূত নয়; বরং তা ন্যায়বিচারের একটি সুসংহত দার্শনিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। আইন তখনই বৈধ ও গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে, যখন তা নৈতিক আদর্শ, সামাজিক স্বীকৃতি এবং রাজনৈতিক প্রজ্ঞার সমন্বয়ে গঠিত হয়। অর্থশাস্ত্রে এই বৈধতার মানদণ্ড স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে বিচারকার্যের চার ভিত্তিতে—"ধর্ম, ব্যবহার, চারিত্র এবং

রাজশাসন” (Kautilya, trans. 1992, p. 256) । এই চতুর্ভুজ কাঠামোই আইনের ন্যায়সঙ্গতা নিরূপণের মৌলিক দার্শনিক ভিত্তি, যেখানে শাস্ত্রীয় নীতি, সামাজিক প্রথা, নৈতিক আচরণ ও সার্বভৌম আদেশ পরস্পরকে নিয়ন্ত্রণ ও পরিপূরক করে। প্রথমত, আইনের ন্যায়সঙ্গতার নৈতিক ভিত্তি 'ধর্ম'-এ নিহিত। ধর্ম এখানে বিমূর্ত আধ্যাত্মিক ধারণা নয়; বরং নৈতিক আদর্শের প্রাতিষ্ঠানিক রূপ। কৌটিল্য বিচারপ্রক্রিয়ায় ধর্মকে প্রথম ভিত্তি হিসেবে উল্লেখ করে আইনকে একটি নৈতিক মানদণ্ডের অধীনস্থ করেছেন (Kautilya, trans. 1992, p. 256) । আর. পি. কাংলের মতে, “The Arthasastra does not treat law as the mere command of the king; it is conditioned by dharma and established practice” (Kangle, 1960, p. 214)। এই বিশ্লেষণ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ এটি দেখায় যে কৌটিল্যের দৃষ্টিতে আইন নৈতিক নিয়ন্ত্রণহীন ক্ষমতার বহিঃপ্রকাশ নয়; বরং তা ন্যায়বোধ দ্বারা সীমাবদ্ধ।

দ্বিতীয়ত, 'ব্যবহার' ও 'চারিত্র' আইনের সামাজিক বৈধতা নিশ্চিত করে। আইন তখনই ন্যায়সঙ্গত হয়, যখন তা সমাজের প্রচলিত রীতি ও স্বীকৃত আচরণের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এল. এন. রঙ্গরাজন উল্লেখ করেন যে, কৌটিল্যের আইনতত্ত্ব “reflects a pragmatic accommodation of social realities within a normative framework” (Rangarajan, 1992, p. 62)। এই বাস্তববাদী সংযোজন আইনকে সমাজসংলগ্ন করে তোলে এবং তাকে কেবল শাসকের ইচ্ছানির্ভর আদেশে সীমাবদ্ধ রাখে না। ফলে আইনের ন্যায়সঙ্গতা নির্ভর করে তার সামাজিক গ্রহণযোগ্যতার উপরও। তৃতীয়ত, আইনের রাজনৈতিক বৈধতা রাজার কর্তৃত্ব থেকে উদ্ভূত হলেও তা ন্যায়বিচারের আদর্শ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। কৌটিল্য ঘোষণা করেন, “In the happiness of his subjects lies his happiness; in their welfare his welfare” (Kautilya, trans. 1992, p. 39)। এই উক্তি আইনের ন্যায়সঙ্গতার একটি মৌলিক নীতি স্থাপন করে—আইন যদি প্রজাহিতসাধনে ব্যর্থ হয়, তবে তার নৈতিক ও রাজনৈতিক বৈধতা প্রশ্নবিদ্ধ হবে। উপেন্দ্র সিংহ মন্তব্য করেন যে, অর্থশাস্ত্রের শাসনতন্ত্র “derived its authority not merely from coercion but from its claim to ensure order and prosperity” (Singh, 2008, p. 326)। এই বিশ্লেষণ আমার যুক্তিকে সমর্থন করে যে আইনের ন্যায়সঙ্গতা তার ফলপ্রসূতা ও ন্যায়সংগত প্রয়োগের উপর নির্ভরশীল।

দণ্ডনীতিও আইনের ন্যায়সঙ্গতার একটি অপরিহার্য উপাদান। কৌটিল্য বলেন, যথাযথ দণ্ডপ্রয়োগ সমাজে শৃঙ্খলা ও ধর্মাচরণ নিশ্চিত করে (Kautilya, trans. 1992, p. 40)। তবে এই দণ্ড ইচ্ছাধীন নয়; বরং তা ন্যায়সঙ্গত ও প্রমাণনির্ভর হতে হবে। কাংলের বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, কৌটিল্য বিচারকার্যে সাক্ষ্য, নথি ও যুক্তির গুরুত্ব আরোপ করেছেন (Kangle, 1960, p. 232)। এই প্রক্রিয়াগত ন্যায় (procedural justice) আইনের বৈধতা নিশ্চিত করে, কারণ এটি স্বেচ্ছাচারিতাকে সীমাবদ্ধ করে। অর্থশাস্ত্রে আইনের ন্যায়সঙ্গতা তাই তিন স্তরে প্রতিষ্ঠিত—নৈতিক (ধর্ম), সামাজিক (ব্যবহার ও চারিত্র) এবং রাজনৈতিক (রাজশাসন ও দণ্ডনীতি)। এই ত্রিমাত্রিক ভিত্তি আইনের দার্শনিক বেসিসকে সুসংহত করে। কৌটিল্য আইনকে একটি প্রাতিষ্ঠানিক নৈতিকতা হিসেবে কল্পনা করেছেন, যেখানে ক্ষমতা ও ন্যায় পরস্পরবিরোধী নয়; বরং

পরস্পরনির্ভর। আইন যদি ন্যায়বিচারের মানদণ্ড পূরণ না করে, তবে তা রাষ্ট্রের বৈধতাকেও দুর্বল করে। আবার রাজনৈতিক ক্ষমতা ছাড়া ন্যায়বিচার কার্যকর হয় না। অতএব, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে আইনের ন্যায়সঙ্গতা নিরূপণে ন্যায়বিচার একটি মৌলিক দার্শনিক ভিত্তি প্রদান করে। এটি আইনকে কেবল আদেশ নয়, বরং নৈতিক ও সামাজিক চুক্তির রূপ দেয়। এই দার্শনিক কাঠামো প্রাচীন ভারতীয় রাষ্ট্রচিন্তায় এক গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি, যেখানে আইনের বৈধতা ন্যায়বিচারের আদর্শ দ্বারা নির্ধারিত এবং রাষ্ট্রের স্থায়িত্ব তার উপর নির্ভরশীল। এই উপলব্ধিই কৌটিল্যের আইন ও ন্যায়দর্শনের গভীর তাৎপর্য অনুধাবনের মূল চাবিকাঠি।

**আইন-ন্যায় সম্পর্কের দার্শনিক বিচার: তুলনামূলক বিশ্লেষণ**

*অর্থশাস্ত্রে* আইন ও ন্যায়ের সম্পর্ক কেবল প্রাতিষ্ঠানিক বা প্রশাসনিক নয়; বরং এটি একটি **দার্শনিক সম্পর্ক**, যেখানে আইন ন্যায়বিচারের বাহ্যিক রূপ এবং ন্যায়বিচার আইনের নৈতিক ভিত্তি। কৌটিল্যের রাষ্ট্রচিন্তা এই সম্পর্ককে এমন একটি কাঠামোতে স্থাপন করে যেখানে আইন ও ন্যায় পরস্পরনির্ভর এবং পরস্পরকে সুসংহত করে। অনেকে অস্তিত্ব-ভিত্তিক দার্শনিকদের দৃষ্টান্তে আইন ও ন্যায়কে পৃথক ধারণা হিসেবে দেখলেও, কৌটিল্য তুলনামূলকভাবে তাদের সংহত করেছেন এবং একটি বাস্তব-রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেছেন। প্রথমত, মহাভারত-শাস্ত্রীয় ঐতিহ্য থেকে দেখা যায় ন্যায় (*dharma*) এক সর্বোচ্চ নৈতিক আদর্শ; আইন (*śāstra* বা *vidhi*) তখনই বৈধ হয় যখন তা নৈতিক আদর্শের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। মহাভারত উল্লেখ করে, "धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः" (Mahabharata, trans. 1998, p. 24)—অর্থাৎ ন্যায়ধর্ম বিনষ্ট হলে সমস্তই বিনষ্ট হয়, আর ন্যায়ধর্ম রক্ষিত হলে সমস্ত কিছু রক্ষিত হয়। এই ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটই *অর্থশাস্ত্রের* আইনের ন্যায়সঙ্গতা নির্ণয়ে প্রভাব ফেলে। এই দার্শনিক মুলনীতি কৌটিল্য *অর্থশাস্ত্রে* স্বীকার করেছেন, যেখানে তিনি বিচারকার্যের চারটি ভিত্তি—ধর্ম, ব্যবহার, চারিত্র, রাজশাসন—উল্লেখ করে আইনের ন্যায়সঙ্গতার বহুমাত্রিক কাঠামো প্রস্তাব করেছেন (Kautilya, trans. 1992, p. 256)। এখানে আইনকে বিচারপ্রক্রিয়ার সরল নিয়মের বাইরে ন্যায়বিচারের বহুপাক্ষিক ভিত্তিতে সংহত করা হয়েছে।

পাশ্চাত্য দার্শনিকদের আলোচনায় আইন-ন্যায় সম্পর্ককে স্পষ্টভাবে দেখা যায় জন অ্যাস্টটলির *Politics* তত্ত্বে। এরিস্টটল বলেন, "Law should be supreme" কারণ আইন ন্যায়বিচারের নৈতিক ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যকে প্রতিষ্ঠিত করে (Aristotle, trans. 1998, 1287a)। এরিস্টটলের এই ধারণা কৌটিল্যের দৃষ্টিভঙ্গির সাথে মিল রয়েছে—আইন ন্যায়বোধের উপস্থাপনা ও প্রয়োগের মাধ্যম। কিন্তু নৈতিকতাবাদী বিশ্লেষণেই সীমাবদ্ধ নয়। এল. এন. রঙ্গরাজন মন্তব্য করেন যে কৌটিল্যের আইনপদ্ধতি "is strikingly secular in tone, despite its acknowledgement of dharma" (Rangarajan, 1992, p. 62)। অর্থাৎ, কৌটিল্য ধর্ম এবং নৈতিক আদর্শকে আইনের উৎস হিসেবে স্বীকার করার পরও তাকে কেবল আধ্যাত্মিক আদেশ হিসেবে গণ্য করেননি। এটা দেখায় যে কৌটিল্যের আইনের ন্যায়বিচার শুধুমাত্র ঐতিহ্যগত নৈতিকতার ভিত্তিতে নয়; বরং তা সামাজিক ব্যবহার, নেতৃত্বের কর্তৃত্ব, এবং বাস্তব রাজনৈতিক পরিস্থিতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে গঠিত হয়েছে। মহাত্মা গান্ধীর ন্যায়চিন্তনও এই তুলনামূলক বিশ্লেষণে

গুরুত্বপূর্ণ। গান্ধী বলেছেন, "True law is derived from truth and love or non-violence" (Gandhi, 1927, p. 106)। গান্ধীর ন্যায়বোধ আধুনিক নৈতিক দর্শনের প্রতিনিধিত্ব করে, যেখানে আইন নৈতিক আদর্শ—সত্য, অহিংসা—এর নির্দিষ্ট রূপ। কৌটিল্যের দৃষ্টিকোণ যদিও বাস্তববাদী ও ক্ষমতাভিত্তিক, তা নৈতিক আদর্শকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে না। তিনি প্রজাহিতসুখ ও শৃঙ্খলা—দুটি নৈতিক রাজনৈতিক লক্ষ্যের সমন্বয় করেন।

পাশ্চাত্য ধারার আরেক শক্তিশালী ব্যাখ্যা এসেছে জন রলস থেকে। *A Theory of Justice* তে রলস বলেন, ন্যায্যতার নীতি এমন সমাজে প্রতিষ্ঠিত হবে যা "free and equal citizens" যাতে চয়ন করতে পারে (Rawls, 1971, p. 11)। রলসের এই ন্যায়বিচার মডেল একটি নৈতিক-নৈতিক কাঠামো প্রদান করে, যেখানে আইন সাধারণ মানুষের মর্যাদা, স্বাধীনতা ও সুযোগের প্রতিনিধিত্ব করে। কৌটিল্য যদিও সামাজিক অবস্থান ও রাজনৈতিক শক্তির বাস্তবতা বিবেচনা করেন, তার আইনের ন্যায়সঙ্গতার কাঠামোও এই নৈতিক উদ্দেশ্যের কাছাকাছি পৌঁছানোর চেষ্টাকে প্রতিফলিত করে। অন্যদিকে, ইম্যানুয়েল ক্যান্টের *Groundwork* তত্ত্বে ন্যায়বিচার একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ নৈতিক আদর্শ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ক্যান্ট বলেন, "Act only according to that maxim whereby you can at the same time will that it should become a universal law" (Kant, 1785/1993, p. 30)। ক্যান্টের নৈতিক আইনের ধারণা—যা আইনের বিশ্বজনীনতা ও নৈতিকতা নিশ্চিত করে—কৌটিল্যের বাস্তব রাজনৈতিক আইনের দার্শনিক দৃঢ়তার সঙ্গে সম্পৃক্ত হতে পারে, যদিও কৌটিল্য কর্তৃত্ব ও শৃঙ্খলার ওপর বেশি জোর দেয়।

এই তুলনামূলক বিশ্লেষণে স্পষ্ট হয় যে কৌটিল্যের আইন-ন্যায় সম্পর্ক একটি সমন্বিত নৈতিক-রাজনৈতিক কাঠামোর অংশ। এটি ধর্মীয় নৈতিক আদর্শকে স্বীকার করে, সামাজিক ব্যবহার ও প্রশাসনিক বাস্তবতাকে অন্তর্ভুক্ত করে এবং শাসকের কর্তৃত্বকে ন্যায়বিচারের নৈতিক সীমার মধ্যে রেখে বাস্তবায়িত হয়। আইন ও ন্যায়ের এই সম্পর্ক কেবল *অর্থশাস্ত্র* নয়, বরং দার্শনিক রাষ্ট্রচিন্তার এক শৃঙ্খলাবদ্ধ বিশ্লেষণ। কৌটিল্যের এই দৃষ্টিভঙ্গি প্রাচীন ভারতীয় রাজনৈতিক দর্শনে আইনের ন্যায়সঙ্গতার একটি গভীর এবং বহুস্তরীয় ভিত্তি প্রদান করে—যা আধুনিক রাজনৈতিক দর্শনের ন্যায়বিচার তত্ত্বের সঙ্গে তুলনীয় ও সমন্বিত।

**উপসংহার:**

এই গবেষণায় আমি প্রতিপাদন করেছি যে কৌটিল্যের *অর্থশাস্ত্রে* আইন ও ন্যায়বিচার কোনো বিচ্ছিন্ন প্রশাসনিক বিধান নয়; বরং তা একটি সুসংহত দার্শনিক রাষ্ট্রচিন্তার অঙ্গ, যেখানে নৈতিকতা, সামাজিক বাস্তবতা এবং রাজনৈতিক কর্তৃত্ব পরস্পর সংলগ্ন। কৌটিল্যের বিচারতত্ত্বে "ধর্ম, ব্যবহার, চারিত্র এবং রাজশাসন"—এই চার ভিত্তির সমন্বয় আইনের ন্যায়সঙ্গত রূপ নির্ধারণ করে। আমার বিশ্লেষণে, এই কাঠামো আইনকে কেবল রাজার আদেশে সীমাবদ্ধ রাখে না; বরং তাকে নৈতিক ও সামাজিক মানদণ্ডের সঙ্গে যুক্ত করে বৈধতা প্রদান করে। আর. পি. কাংলের বিশ্লেষণ অনুযায়ী, অর্থশাস্ত্রে আইন একটি বহুমাত্রিক উৎস থেকে গঠিত প্রাতিষ্ঠানিক বিধান, যা কৌটিল্যের বাস্তববাদী রাষ্ট্রচিন্তাকে প্রতিফলিত করে। একইভাবে এল. এন. রঙ্গরাজন দেখিয়েছেন যে কৌটিল্যের দণ্ডনীতি স্বেচ্ছাচারী নয়, বরং নিয়ন্ত্রিত ও

নীতিনির্ভর। আমার মতে, এই ব্যাখ্যাগুলি প্রমাণ করে যে কৌটিল্যের রাষ্ট্রদর্শন নিছক ক্ষমতাকেন্দ্রিক নয়; বরং তা ন্যায়বিচারকে রাষ্ট্রের নৈতিক আত্মা হিসেবে বিবেচনা করে। উপেন্দ্র সিংহও ইঙ্গিত করেছেন যে অর্থশাস্ত্র শাসনকে প্রাতিষ্ঠানিক ও নিয়মতান্ত্রিক রূপ দিয়েছে, যা আইনকে ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা থেকে মুক্ত করে একটি স্থায়ী কাঠামোয় প্রতিষ্ঠিত করে। অতএব, কৌটিল্যের আইন ও ন্যায়বিচারতত্ত্ব প্রাচীন ভারতীয় রাজনৈতিক দর্শনে এক গুরুত্বপূর্ণ দার্শনিক সংযোজন। এখানে আইন রাষ্ট্রের সংগঠিত শক্তি, আর ন্যায়বিচার তার নৈতিক ভিত্তি। এই সমন্বিত কাঠামোই রাষ্ট্রের বৈধতা, শৃঙ্খলা ও প্রজাহিত নিশ্চিত করে। সমকালীন আইনদর্শনের আলোচনায়ও কৌটিল্যের এই সমন্বিত দৃষ্টিভঙ্গি প্রাসঙ্গিক, কারণ এটি দেখায় যে নৈতিকতা ও রাজনৈতিক বাস্তবতা পরস্পরবিরোধী নয়; বরং একে অপরের পরিপূরক।

**তথ্যসূত্র:**

▪ Aristotle. (1998). *Politics* (C. D. C. Reeve, Trans.). Hackett Publishing.

▪ Gandhi, M. K. (1927). *An Autobiography: The Story of My Experiments with Truth.* Navajivan Publishing House.

▪ Kangle, R. P. (1960). *The Kautiliya Arthasastra, Part III: A study.* University of Bombay.

▪ Kant, I. (1993). *Groundwork of the Metaphysics of Morals* (M. J. Gregor, Trans.). Cambridge University Press. (Original work published 1785)

▪ Kautilya. (1992). *The Arthashastra* (L. N. Rangarajan, Trans.). Penguin Books. (Original work published ca. 3rd century BCE)

▪ Rangarajan, L. N. (1992). *The Arthashastra* Introduction. Penguin Books.

▪ Rawls, J. (1971). *A Theory of Justice.* Harvard University Press.

▪ Singh, U. (2008). *A History of Ancient and Early Medieval India.* Pearson Longman.

----------